ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

নবম জাতীয় সংসদ

জানুয়ারি ২০০৯ - নভেম্বর ২০১৩

সার-সংক্ষেপ

১৮ মার্চ ২০১৪

পার্লামেন্টওয়াচ

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম-ঊনবিংশতিতম অধিবেশন

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
ফাতেমা আফরোজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা
মো. সাইদুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
প্রকাশ চন্দ্র রায়, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
এম. মনজুরুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা
আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি এবং তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন নীহার রঞ্জন রায়। এছাড়া টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে এই সিরিজের মোট নয়টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের ওপর একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এ, যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে টিআইবি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকে সংসদ পর্যবেক্ষণ করছে। ইতোমধ্যে ৪ জুলাই ২০০৯ তারিখ প্রথম অধিবেশনের ওপর, ২৮ জুন ২০১১ তারিখ দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধিবেশনের ওপর এবং ২ জুন ২০১৩ অষ্টম থেকে পঞ্চদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট তিনটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (ঊনবিংশতিতম) অধিবেশন অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে নবম সংসদের সার্বিক পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় জন প্রত্যাশার কেন্দ্রস্থল মহান জাতীয় সংসদের কার্যকরতার পথে প্রতিবন্ধকতা অব্যাহত রয়েছে। নবম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩% যা অষ্টম সংসদে ছিল ৫৫%। মোট কার্যদিবসের তিন- চতুর্থাংশের বেশী সময় অনুপস্থিত ছিলেন ১৪% সদস্য, অষ্টম সংসদেও এই হার ছিল ১৪%। সরকারি দলের ১৫.৬% সদস্য অর্ধেক সময়ের কম কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দল ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে যা অষ্টম সংসদে ছিল ৬০%। সংসদ বর্জনের এই সংস্কৃতি সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, যা একদিকে যেমন বিব্রতকর, অন্যদিকে তেমনি জনগণের ভোট ও রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়ক। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই নির্বাচনী অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই বিষয়গুলো সহ এই প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন, টিআইবি এই প্রত্যাশা করছে।

এই গবেষণা সার্বিকভাবে পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এডভোকেট সুলতানা কামাল, অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

টীকা

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ কোনো মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে স্থগিত বা ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল বোঝানো হয়েছে।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদে কার্যবাহ থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়: অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে যে ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে, তা বহির্ভূত অন্য কোনো ইস্যু।

দলীয় প্রশংসা: দলীয় প্রশংসা বলতে কোনো কারণ ছাড়াই দলের সাবেক বা বর্তমান নেতা বা নেত্রীর বা দলের প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা: সমালোচনা বলতে সংসদ সদস্য যে বিষয়ে কথা বলছেন সে বিষয়ের সাথে সঙ্গতি নেই বা বিরোধীদের প্রসঙ্গ টানার দরকার না থাকা সত্ত্বেও তা করেন এবং তাদের দলের সাবেক নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই, কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অন্যূন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

---

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ৪১*।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে উক্ত সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। আবার ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৪, ৫ ও ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় রহিত করার প্রস্তাব ছাড়া সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত কিংবা সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিতিকে কোরাম বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

---

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেন: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে নয়টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬]

এই প্রতিবেদনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে নবম সংসদের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- সামগ্রীকভাবে নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

---

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৬] অষ্টম জতীয় সংসদের প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২২ আগস্ট, ২০০২ তারিখ। দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২ মে, ২০০৩ তারিখ। তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩। চতুর্থ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১ মার্চ, ২০০৫। পঞ্চম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২৭ জুন, ২০০৬। ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখ। নবম সংসদের প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯ তারিখ, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১ এবং তৃতীয় প্রতিবেদন ২জুন ২০১৩ প্রকাশিত হয়েছে ।

১.৫ গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০০৯ - নভেম্বর ২০১৩ সময়কালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (ঊনবিংশতিতম) অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. নবম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও শরীক দল ৮৮%, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও শরীক দল ১১% ও অন্যান্য দল ১% আসনে নির্বাচিত হয়। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৯৩% পুরুষ এবং ৭% নারী। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০%। সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৭১.৪% স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন; অন্যদিকে ৭% সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার কম পর্যায়ের।[৭] সংসদ সদস্যদের পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সার্বিকভাবে ৫৭% সদস্যের প্রধান পেশা ব্যবসা।[৮]

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার বেশী থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে নবম সংসদে ১৪ শতাংশে পৌছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৭.৫ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে নবম সংসদে শতকরা ৫৭ ভাগে দাড়িয়েছে (চিত্র: ১)।

চিত্র: ১ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

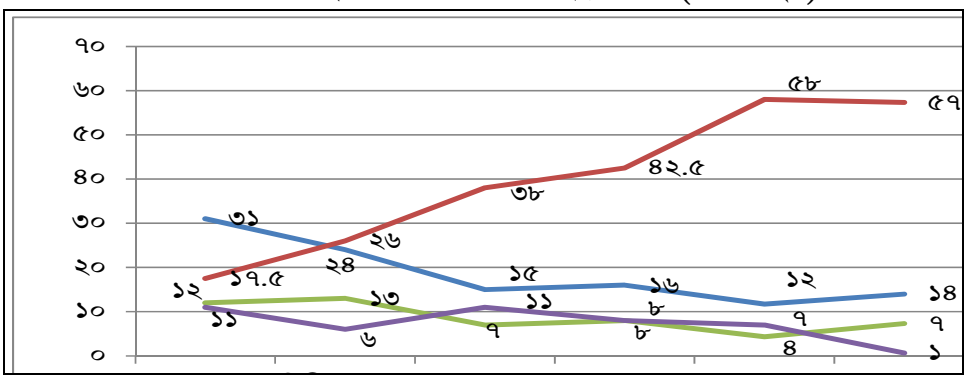

৩. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৩.১ *নবম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়*

নবম সংসদে প্রথম হতে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ দিন। বছরে গড় কার্যদিবস ৮৪ দিন। সবচেয়ে বেশী কার্যদিবস (৮৮ দিন) ছিল ২০১০ সালে এবং সবচেয়ে কম (৮০ দিন) ছিল ২০১১ সালে। উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে ২০১২-১৩ সালে মোট কার্যদিবস ছিল ১৪৩ দিন এবং বছরে গড়ে ১৪০ কার্যদিবস।[৯] ভারতে ২০১১ সালে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় আইনসভাতে বছরে গড়ে ৭৩ কার্যদিবস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১০] এই ১৯টি অধিবেশনের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত মোট সময় ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।[১১]

চিত্র ২: প্রথম -ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

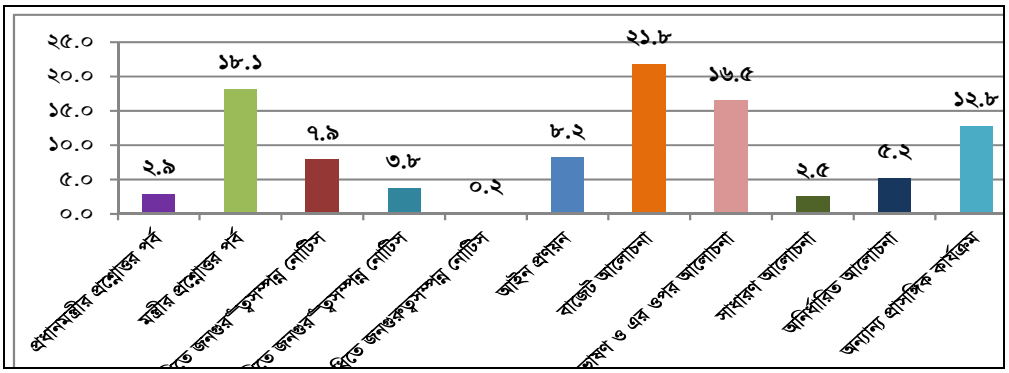

[৭] সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮)।

[৮] ড. আবুল ফজল হক, *The Ninth Parliament Election: A Socio-political Analysis*, ২০০৯।

[৯] www.publications.parliament.uk

[১০] http://ibnlive.in.com/news/indian-parliament-at-60-years-facts--statistics viewed on 13 March 2014

[১১] যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা এবং ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘন্টা সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে বেশী ২১.৮% বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে ৮.২%, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশী ১৮.১% সময় ব্যয়িত হয়।[১২]

৩.২ *সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি*

সার্বিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২২১ জন যা মোট সদস্যের ৬৩%। সার্বিকভাবে ৪১% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ১৪% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ৪৬.৯ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের একজন[১৩] সদস্য নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৪১৭ কার্যদিবসে (৯৯.৭৬%) সংসদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের সকলেই ১৯টি অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। তবে প্রধান বিরোধী দলের বাইরে অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[১৪] ৬৫.৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত থেকে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এলডিপি সদস্য[১৫] মোট ৭৪ কার্যদিবস (১৭.৭০%) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ষষ্ঠদশ অধিবেশন থেকে স্বতন্ত্র সদস্য[১৬] ৮১ কার্যদিবসের মধ্যে মোট ৬২ কার্যদিবস (৭৬.৫৪%) উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ৩৩৬ দিন (মোট কার্যদিবসের প্রায় ৮০.৩৮%)। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১০ দিন (প্রায় ২.৩৯%) উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী ৩২.৭%, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৫৩.১% এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ১৪.৩% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সংসদে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীদের যথাসময়ে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি স্পিকার[১৭] ও প্রধানমন্ত্রীর[১৮] আলোচনায় সরাসরি প্রাধান্য পেয়েছে। স্পিকারের ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমেও তাদের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[১৯]

৩.৩ *সংসদ বর্জন*

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৪২ কার্যদিবস বা প্রায় ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্যদিবসে ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে টানা ১৭ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে ১৯তম কার্যদিবসে সংসদে ফিরে আসে। প্রথম অধিবেশনের পর দীর্ঘ ৬৪ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার পর ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ চতুর্থ অধিবেশনে বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয় এবং মোট ২০ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। পঞ্চম অধিবেশনে একদিন (১ম কার্যদিবস) উপস্থিত ছিল, এরপর দুইটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে এবং মোট ৪২ কার্যদিবস পর অষ্টম অধিবেশনে আবার সংসদে যোগদান করে। এই অধিবেশনে কেবল সাতদিন উপস্থিত থাকার পর পুনরায় পর পর তিনটি অধিবেশন তারা পুরোপুরি বর্জন করে, মোট ৭৭ কার্যদিবস পর দ্বাদশ অধিবেশনে তারা সংসদে যোগদান করে ৩ দিন উপস্থিত থাকার পর তারা পুনরায় সংসদ বর্জন করে। এরপর ৫টি অধিবেশন (১৩,১৪, ১৫, ১৬, ১৭ তম) অতিবাহিত হলেও প্রধান বিরোধী দল সংসদে যোগ দেয়নি। দীর্ঘ ৮২ কার্যদিবস অতিবাহিত করে অষ্টাদশ অধিবেশনে যোগ দিয়ে ২১ কার্যদিবস উপস্থিত থাকে। ১৪ কার্যদিবস বর্জনের পর নবম সংসদের সর্বশেষ ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে ১৩তম কার্যদিবসে মাত্র ১ দিন উপস্থিত থেকে বাকি সময় বর্জন করে।

---

[১২] ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ৫৫%, প্রশ্নোত্তর পর্বে ৮%, বিভিন্ন বিবৃতিতে ৩%, কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে ৩০% এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে ৪% সময় ব্যয় করা হয়।

[১৩] নরসিংদী-৩ আসনের জহিরুল হক ভূঞা মোহন।

[১৪] নোয়াখালী-৬ আসনের ফজলুল আজিম।

[১৫] চট্টগ্রাম-১৩ আসনের ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম।

[১৬] টাঙ্গাইল-৩ আসনের আমানুর রহমান খান রানা।

[১৭] দৈনিক সমকাল, ১২ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

[১৮] দৈনিক যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০০৯ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

[১৯] দৈনিক ইনকিলাব, ৩ এপ্রিল ২০১০ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

চিত্র ৩: কয়েকটি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের শতকরা হার

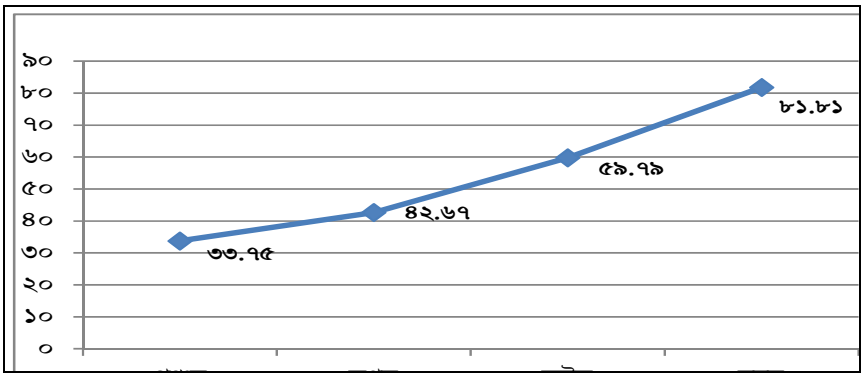

বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের হার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয় ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়। বিগত কয়েকটি সংসদের সংসদ বর্জনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।[২০] সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার একাধিকবার বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদেরকে সংসদে যোগদানের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্যের এক দিনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধিজোটের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা।[২১]

৩.৪ *ওয়াকআউট*

মোট ৩৮টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী জোটের দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্য (স্বতন্ত্র) মোট ৫৪ বার ওয়াকআউট করে। প্রধান বিরোধী জোট ৪১ বার এবং স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম একা ১৩ বার অধিবেশন থেকে বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে ওয়াক আউট করেন। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ:

- রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবাদ
- মন্ত্রী এবং সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্যের প্রতিবাদ
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠনের ওপর প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী জোটের আসন বিন্যাস যথোপযুক্ত না হওয়ার প্রতিবাদ
- সরকারি দলের সদস্যদের অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ
- বিল সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য প্রদানের সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদ
- বিল পাসের প্রতিবাদ
- পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদ
- মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদ

৩.৫ কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। সার্বিকভাবে এ ১৯টি অধিবেশনে মোট ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩২ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[২২] এ হিসাবে প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন

---

[২০] ৬ষ্ঠ সংসদের অধিবেশন কেবল চারদিন স্থায়ী ছিলো বিধায় তা এই চিত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[২১] সংসদ সদস্য হিসেবে একজন সংসদ সদস্য মাসিক ভিত্তিতে সম্মানী ২৭,৫০০ টাকা, আপ্যায়ন ভাতা ৩,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ৭,৫০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৭০০ টাকা, টেলিফোন বিল ৭,৮০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ ৯,০০০ টাকা, গাড়ি ভাতা ৪০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য (লন্ড্রি, ভ্রমন ভাতা ইত্যাদি) খরচ বাবদ ১১,২৫০ টাকা পেয়ে থাকেন। সংসদে অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা, নির্বাচনী এলাকার জন্য থোক বরাদ্দ এবং বীমা বাবদ প্রাপ্য ভাতা এই প্রাক্কলনে সংযোজন করা হয়নি। সংসদ সদস্য হিসেবে মোট যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত একজন সংসদ সদস্যের এক দিন অনুপস্থিতি বা বর্জনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধিজোটের প্রথম থেকে ঊনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের (৩৪২ কার্যদিবস) মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

[২২] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২

পর্যন্ত কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ১০৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

৩.৬ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

নবম সংসদের ১৯টি অধিবেশনে ৪১৮টি কার্যদিবসে মোট ২৭১টি বিল পাস করা হয়েছে যার ২৬৮টি সরকারি বিল এবং ৩টি বেসরকারি বিল। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১০৯ ঘন্টা ৪৪ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৮.২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা ২৭ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিভিন্ন বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য দেন যা আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ।[২৩]

চিত্র ৪: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার

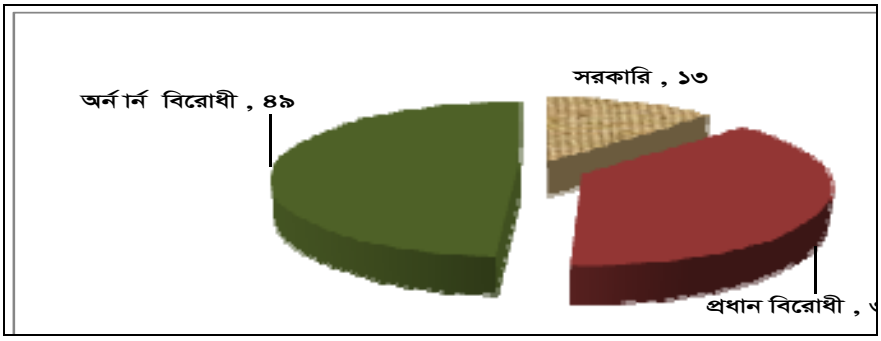

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহের ক্ষেত্রে মোট ১৫ জন সংসদ সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং ৫৩ জন সংসদ সদস্য বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য, ৬ জন প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য এবং ৩ জন সরকারি দলের সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী উভয় অলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ১২ মিনিট।[২৪]

এই সংসদের অধিবেশনগুলোতে পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান।[২৫] সংসদে আইন পাসের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।[২৬] যেসকল সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম বছরে উল্লেখ্য যে, প্রথম অধিবেশনে বিলের ওপর সংশোধনী, যাচাই-বাছাই প্রস্তাব -এর ক্ষেত্রে সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। পরবর্তীতে তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের দেওয়া প্রস্তাবসমূহ সংসদে উত্থাপিত-ই হয়নি।[২৭] তবে প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলেও অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র সদস্য)-র অংশগ্রহণ ছিল স্বত:স্ফুর্ত।

অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

[২৩] ২০০৯-১০ সালে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫৫% এবং ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় প্রায় ৫৩% এবং রাজ্যসভায় প্রায় ৪৪% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

[২৪] ২০০৯ সালে ভারতে লোকসভায় ৬০% বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ১-২ ঘন্টা আলোচনা করতে দেখা যায়। www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

[২৫] সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১।

[২৬] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেমন আমেরিকায় কোন আইন কমিটিতে আলোচনার আগে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে অনেক দেশে খসড়া আইন সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, ই-মেইলে জনগণকে জানানো হয়, পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে জনগণের মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সে আইন পাসের সময় কোন বিল সম্পর্কে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট 'লবি গ্রুপ' সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে। এই লবি গ্রুপসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। http://labspace.open.ac.uk/mod/resource/view.phd?id=367522 (view date - 20 January 2013)

[২৭] *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৩.৬.১ আলোচিত উল্লেখযোগ্য আইন সম্পর্কিত তথ্য

'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১' পাসের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পাশাপাশি সরকারি পক্ষের দল থেকে আরও ৯ জন সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেও শুধু স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোটটিই বিভক্তি ভোটের সময় বিপক্ষে পড়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে আইনটি প্রায় ৪ ঘন্টা সময়ে পাস করা হয়।

উল্লেখযোগ্য কিছু বিল যেমন- 'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১১' প্রায় ১৮ মিনিট, 'তথ্য অধিকার বিল, ২০০৯' প্রায় ৩মিনিট, 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল, ২০১০' প্রায় ১৫ মিনিট, 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ২০০৯' প্রায় ১১ মিনিট এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩' প্রায় ৪ মিনিট, 'আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী দ্রুত বিচার (সংশোধন) বিল, ২০১০' প্রায় ৫ মিনিট, 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) বিল, ২০১১' এবং 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০১১' প্রায় ১০ মিনিট সময়ে পাস করা হয়। ''সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি বিল, ২০১০" যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমান তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি।

৩.৬.২ বাজেট আলোচনা

বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ২৮৯ ঘন্টা ৫৭ মিনিট যা মোট সময়ের প্রায় ২১.৮%। এই ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩১৮ জন সদস্য এক বা একাধিক বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন, ৩২ জন সদস্য (প্রায় ৯%) কোন বাজেট অধিবেশনে-ই আলোচনায় অংশ নেননি। ৫টি অধিবেশনেই বাজেটের ওপর আলোচনার সুযোগ পান ৯১ জন সদস্য, এদের মধ্যে ৯০ জন সরকারি দলের এবং স্বতন্ত্র সদস্য একজন। প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন করলেও শেষ বাজেট অধিবেশনে প্রধান বিরোধী জোটের ৩৩ জন সদস্য বাজেট আলোচনার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রধান বিরোধী জোটের বাজেট আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন, প্রতিপক্ষ দলের সদস্যদের বক্তব্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ, সংসদের বাইরে তাদের দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের আচরণের বিবরণ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থ বছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গসমূহ আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পূর্বের মত বিদ্যমান রয়েছে।

৩.৭ সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯-১৩ সালের ১৯টি অধিবেশনে মোট ৩২১জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২৯ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১ জন অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য। সরকারি দলের ৩ জন সদস্য সকল পর্বে অংশ নেন। ৬টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সর্বনিম্ন ১টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৪১ জন। মোট ২৯ জন সদস্য (৮.৩%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

৩.৭.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

১৯টি অধিবেশনের মধ্যে ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। ৪৭টি কার্যদিবসে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৩৮ ঘন্টা ০৭ মিনিট। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ৯৯টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ২৬১টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক ১০টি মূল প্রশ্ন এবং ১৬টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

এই পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো যেন ভারতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্য বিদ্যুত সুবিধা চালু করা, খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, দেশের ভিতরে গ্যাস অনুসন্ধানকারী বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদেরকে চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সমুদ্রবন্দরের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা, বেসরকারি টিভি চ্যানেল জঙ্গীবাদকে মদদ দিলে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত অবগত করা, দ্রুততম সময়ে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা, পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন প্রকল্প, সুশিক্ষিত জাতি গঠনে গৃহীত পদক্ষেপ, বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানা চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পররাষ্ট্র নীতি, ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মেগাসিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ, দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিশু শ্রম বন্ধে করণীয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, জঙ্গীবাদ, বিডিআর বিদ্রোহ, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক চিত্র, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তা নির্মাণ, আন্তর্জাতিকভাবে জামদানী শাড়ী রপ্তানি পরিকল্পনা, সীমান্তে হত্যাকান্ডের বিষয়ে পদক্ষেপ, ঢাকা-

কে বিশ্ব মানের শহরে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, বেকারত্ব দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ, আর্ন্তজাতিক তহবিল থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ ও তাদের জন্য পরিকল্পনা, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য গৃহীত প্রকল্প, বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর বার্ন ইউনিটকে উন্নত করার পরিকল্পনা, পোশাক শিল্পের প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মকর্তা নিয়োগ, রূপপুর আণবিক শক্তি প্রকল্পের সফলতা, সরকারি অফিসে দুর্নীতিপ্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, সুন্দরবনের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও এর প্রতিবাদে আন্দোলন, আমদানি ও রপ্তানি খাতে সরকারের সফলতা, ন্যূনতম মুজরির্বোড নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯টি অধিবেশনে নির্ধারিত মোট ৩৮৯ কার্যদিবসের মধ্যে ২১৭ কার্যদিবস বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর দেন। বাকি ১৭২ কার্যদিবস সদস্যদের প্রশ্নসমূহ টেবিলে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৩৮৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৩৯২টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ২৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৮৭টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী দলের স্বতন্ত্র একমাত্র সদস্য কর্তৃক মোট ২৬টি মূল প্রশ্ন এবং ৪১টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

মোট ৪০টি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ২৬টি এবং অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য ১৭টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীদের কাছে সরাসরি উপস্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৪৭৮টি) প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে স্বরাষ্ট্র (৪০৮টি), যোগাযোগ (৩৭১টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ এবং অর্থ (৩৬৮টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৩৬০টি, শিক্ষা (৩৩৫টি), অর্থ (৩২৮), পানি সম্পদ (৩১০টি) উল্লেখযোগ্য।

৩.৭.২ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

বিধি ১৩১ অনুযায়ী উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১২৩টি প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। প্রথম অধিবেশনে ২টি, চতুর্থ অধিবেশনে ১টি এবং দ্বাদশ অধিবেশনে ২টি মোট ৫টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলো হল -

- বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা নয় এমন ব্যক্তিদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা
- দেশের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- সংসদ বাংলাদেশ নামে টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন করা
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য যারা বাঁধাগ্রস্থ করছে তাদের বিরূদ্ধে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধি বিধান গ্রহণ করা
- দেশের সকল উপজেলা সদরে অন্তত একটি করে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা।

প্রত্যাহৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তা হল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান।

৩.৭.৩ জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস

কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ৭৩৮০টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ৬২০৫টি সরকারি দলের, ৯৯৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৬২টি অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র) সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। নোটিসগুলোর মধ্যে ৪৪২টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ৪১৯টি নোটিস সরকারি দলের, ১৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১০টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। গৃহীত নোটিসের মধ্যে ২৮৪টি নোটিস ১২৬ জন সদস্য কর্তৃক সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ২২৫৪টি নোটিসের ওপর মোট ২৭১ জন সদস্য প্রায় ১০৫ ঘন্টা ৪৯ মিনিট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ২৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৬৬টি নোটিস এবং ১ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য ১৮টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৩৩০টি)।

এছাড়া বিধি-৬৮ অনুযায়ী জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 'যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী রোড মার্চের নামে সারাদেশে যে মিথ্যাচার ও আইন বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়েছেন তা নিবারণ' প্রসঙ্গে

আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা হয়নি। [২৮]

৩.৭.৪ সাধারণ আলোচনা

সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ২য় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিষয় আলোচনা করা হয় যা আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.৭.৫ মুলতবি প্রস্তাব

মোট ৯১৭টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস দেওয়া হলেও প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতি এবং স্পিকার বিধিসম্মত মনে না করার কারণে বাতিল হয়ে যায়।

সার্বিভাবে দেখা যায় সংসদের মূল তিনটি কাজের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি।

৩.৭.৬ অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার

১৯১টি কার্যদিবসে অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত ৩০৪টি বিষয়ের ওপর প্রায় ৬৯ ঘন্টা ৫৪ মিনিট আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ১১৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১০৩ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ২ জন) অংশগ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরকারি দলের মধ্যে একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৫৬টি বিষয়ের ওপর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেন।

অনির্ধারিত আলোচনার আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের জন্য স্পিকার ও সরকারি দলের সহযোগিতা আহ্বান, সংসদে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারের প্রতিবাদ, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সদস্যদের আচরণ এবং অশালীন ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ এই পর্বে আলোচ্য বিষয় থাকলেও সেই আলোচনাতেও অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের সমালোচনার চর্চা অব্যহত ছিল।

৩.৭.৭ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

নবম সংসদে ৫৩টি কমিটি ও ১৮৩টি উপকমিটি গঠন করা হয়। সংবিধান সংশোধনকল্পে ১টি বিশেষ কমিটি এবং ১টি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যা পরে বিলুপ্ত করা হয়। ৫৩টি কমিটি মোট ২০৪৩টি এবং ১৮৩টি উপ-কমিটি ৬৫০টি বৈঠক করে। সর্বোচ্চ ১৩২টি বৈঠক করে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। ১৩টি কমিটি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে বৈঠক করতে সক্ষম হয়।

৪৫টি কমিটি ১০১টি প্রতিবেদন দিয়েছে। ২২টি কমিটির প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গঠিত হওয়ার পর থেকে ৪৯৩৫টি সুপারিশ করে। ১৭৮৭টি (৪৩.১৭%) সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২৩টি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। সুপারিশ বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ (প্রায় ৭৯.৭%) লাইব্রেরী সম্পর্কিত এবং সর্বনিম্ন (প্রায় ১.১৪%) ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির। সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়নের হার প্রায় ৬৪% এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৩২%। সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে।

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৬৩%। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির গড় হার সবচেয়ে বেশী (৯২%) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে ৪০%।

২০টিরও অধিক কমিটির (যেমন নৌপরিবহন, যোগাযোগ, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য) সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যায়। দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্তে বিমানের দুর্নীতি, পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন, পূর্ববর্তী স্পিকারের অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিআরটিএ'র অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করে।

---

[২৮] উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ চলাকালীন সরকারের সময় ৩৭টি দেশের সাথে মোট ১৩৮টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। সূত্রঃ *Bangla News 24.com,* ৬ মার্চ ২০১৩।

১০টি কমিটি (মৎস্য ও পশু; কৃষি; শ্রম; সমাজকল্যাণ; শিক্ষা; বিদ্যুত ও জ্বালানী; আইন, বিচার ও সংসদ; সরকারি প্রতিশ্রুতি; বাণিজ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি) এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, ইউকেএইড এবং ইউএনডিপি'র অর্থায়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক করেছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কমিটি সরকারি অর্থায়নে বৈঠক আয়োজন করে।

স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

৩.৭.৮ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় প্রায় ২২০ ঘন্টা ৭ মিনিট সংসদ সদস্যরা বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ১৬.৫%। ২৯৯ জন কোন না কোন অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পান (প্রধান বিরোধী দলের ৩১ জন, সরকারি দলের ২৬৫ জন এবং অন্যান্য বিরোধী (এলডিপি) ও স্বতন্ত্র সদস্য সহ ৩ জন)। সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে (দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সমস্যা ইত্যাদি) রাজনীতিকীকরণ করে এক দল আরেক দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেন। সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় সংসদ নেতার বক্তব্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্য জুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের কার্যক্রমের সমালোচনা, নিজের দলের সরকারের আমলের প্রশংসা এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সমালোচনা। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের বাইরে আলোচনার পরিধি ছিল অনেক বেশি। এমনকি কেউ কেউ তাদের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই ব্যয় করেন তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা করে।

সারণি ১: অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১১১	১০৩	৭	১
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৮৪	২৫৫	২৮	১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১০৭	১০০	৬	১
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭)	৯৬	৯৩	২	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	১২৬	১১৭	৮	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	২৭১	২৪৫	২৫	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)	১৪	১৪	-	-
আইন প্রণয়ন	৫৭	৩০	২৫	২
বাজেট আলোচনা	৩১৮	২৮২	৩৩	৩
অনির্ধারিত আলোচনা	১১৯	১০৩	১৪	২
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৯৯	২৬৫	৩১	৩

সামগ্রীকভাবে অধিবেশনের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২ জন সদস্য (নাটোর-৪, নেত্রকোণা-৪) কোন পর্বে অংশ নেননি।

৩.৮ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত প্রায় ৪৫.৭ % নারী সদস্য (সরকারি দলের ৫১.৬ শতাংশ)। সংসদ বর্জনের কারণে প্রধান বিরোধী দলের নারীদের সকলের উপস্থিতি ছিল মোট কার্যদিবসের এক-চতুর্থাংশ বা তার কম। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ২১ জন নারী সদস্য ৬০টি প্রশ্ন করতে প্রায় ৫৪ মিনিট ব্যয় করেন যা এই পর্বে প্রশ্ন করার মোট সময়ের ১২%। প্রশ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে অবকাঠামো, প্রশাসন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৯ জন নারী সংসদ সদস্য ১০৫০টি প্রশ্ন উত্থাপন করতে প্রায় ১০ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় নিয়েছেন যা প্রশ্ন করায় ব্যয়িত মোট সময়ের ১৩.৯%। সর্বোচ্চ (৯৬টি) প্রশ্ন করা হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬৫টি এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬২টি।

৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৬টি গৃহীত নোটিস (সর্বোচ্চ ৭টি করে নোটিস স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট)-এর ওপর আলোচনা হয়। ৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৮২টি নোটিস (সর্বোচ্চ নোটিস ৬১টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত) আলোচিত হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সংসদে সংশ্লিষ্ট আইন উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা, বিল উত্থাপন ও পাসের অনুমতির জন্য অংশগ্রহণ করেন। এর বাইরে অর্থাৎ কোনো আইন উত্থাপনে আপত্তি এবং এর ওপর যাচাই, বাছাই কিংবা সংশোধনে প্রস্তাব করতে ১০ জন নারী সদস্য প্রায় ২ ঘন্টা ৪২ মিনিট অংশগ্রহণ করেন। বাজেটের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোচনায় মোট ৬৭ জন সদস্য প্রায় ৪৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট অংশ নেন। এদের মধ্যে ৮ জন বিরোধী দলের সদস্য। সরাসরি নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং সংরক্ষিত আসনের ৪৮ জন সদস্যদের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ১২৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবের আলোচনায় সরাসরি আসনে নির্বাচিত ৩ জন সদস্য সহ মোট ১৭ জন নারী সদস্য অংশ নেন। অনির্ধারিত আলোচনায় ২১ জন সদস্য ৯ ঘন্টা ২৬ মিনিট অংশ নেন যেখানে ৭ জন সরাসরি নির্বাচিত। মোট ২জন প্রধান বিরোধী দলের নারী সদস্য এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৬৩ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১৬ জন সরাসরি নির্বাচিত (একজন প্রধান বিরোধী দলের)। সংরক্ষিত আসনের ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য।

৪৮টি স্থায়ী কমিটিতে মোট ১২ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। ছয়টি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৪ জন নারী সদস্য[২৯] মনোনীত হয়েছেন। নবম সংসদের সপ্তদশ অধিবেশন থেকে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের[৩০] দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নারী সদস্যের ওপর।

৩.৯ স্পিকারের ভূমিকা

সভাপতি হিসেবে স্পিকার প্রায় ৭১২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট (৫৩%), ডেপুটি স্পিকার প্রায় ৫১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট (৩৮.৪%) এবং সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা প্রায় ১০৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (৮%) দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্যদের অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার বন্ধে মাননীয় স্পিকারের রুলিং এবং দল-মত নির্বিশেষে সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে সরকারি দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহার কিংবা বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখার প্রেক্ষিতে অনেক সময় স্পিকারকে নীরব থাকতে দেখা যায়। সংসদীয় কার্যপ্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তন সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের সহায়ক হয়েছে। তবে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৪. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

৪.১ ইতিবাচক দিক

- নবম সংসদে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার অষ্টম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩% হয়েছে।
- বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন।
- প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য; সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপনের চর্চা দেখা যায়, ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনায় সরকার দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ।

---

[২৯] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গুশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

[৩০] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

- অধিবেশন কক্ষের বাইরে প্রতিদিনের কার্যসূচি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সংসদ কার্যক্রমের তথ্য প্রাপ্তি সদস্যদের কাছে সহজতর হওয়া।
- নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় যেখানে ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়।
- কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন এবং সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের তদারকি নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয় যা অন্যান্য কমিটিগুলোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক নির্দেশনা দিতে পারবে।

৪.২ নেতিবাচক দিক

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও এর মাত্রা সংকটজনকভাবে বৃদ্ধি। ফলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় অষ্টম সংসদের প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম; আইন প্রণয়নে খুব কম সংখ্যক সদস্যের (নারী সদস্যসহ) অংশগ্রহণ দেখা যায়।
- সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া।
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের আহ্বান এবং রুলিং সত্ত্বেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
- সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট অব্যাহত, কোরামের অভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ব্যাহত।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধানের অস্পষ্টতা সংসদে সদস্যদের মতামত প্রকাশে প্রতিবন্ধক যা নবম সংসদেও অব্যহত।
- সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ; মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য রয়েছেন যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮ (২) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি।
- বিরোধী দলের মধ্য থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের অঙ্গীকার ও স্পিকারের দল থেকে পদত্যাগ করার আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সরকার থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না, কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে - প্রধান বিরোধী দলের ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকলেও নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।
- বিরোধীদলীয় নেতার গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস এবং সংসদে সরকারি দলের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি ।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী সংসদের প্রেক্ষিতে নবম সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতার গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি।

সারণি ২: অষ্টম ও নবম সংসদের প্রথম থেকে শেষ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল:

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম থেকে উনিশতম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি ও ২৮% সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮% সদস্য সরকারি ও ১২% সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	মোট কার্যদিবস ছিল ৩৭৩ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট ১১৮২ ঘন্টা ২৯ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।	মোট কার্যদিবস ছিল ৪১৮ ও উক্ত কার্যদিবসে মোট ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৫৫%। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন ২৫% সদস্য।	নবম সংসদে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৩%। মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত ছিলেন ৪১% সদস্য।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৫২.২৭% (১৯৫দিন)	মোট কার্যদিবসের ৮০.৩৮% (৩৩৬ দিন)

প্রধান বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ১২.০৬% (৪৫ দিন)	মোট কার্যদিবসের ২.৩৯% (১০ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন	২৩টি অধিবেশনের ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ দিন বা ৬০% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।	১৯টি অধিবেশনের ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৪২ দিন বা ৮১.৮১% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে।
বিল পাস	১৮৫টি বিল পাস, ১৮৪টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ২০ মিনিট।	২৭১টি বিল পাস, ২৬৮টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি বিল। একটি বিল পাস করতে গড় সময় প্রায় ১২ মিনিট।
কোরাম সংকট	মোট সময় প্রায় ২২৭ ঘন্টা। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৭ মিনিট।	মোট কোরাম সংকট প্রায় ২২২ ঘন্টা। প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩২ মিনিট।
সংসদীয় কমিটি	প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৫টি কমিটি গঠিত, সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল অনুপস্থিত।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।

৫. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

৫.১ সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

২. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

৩. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৪. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতার সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।

৫.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল, ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরীর জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৯. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

১০. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

১১. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

১২. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

১৩. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

৫.৩ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১৪. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

১৫. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে।

৫.৪ সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

১৫. জনগুরুত্বপূর্ণ বিধি, প্রবিধান, নীতিমালার খসড়া সম্পর্কে জনমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিন সপ্তাহের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং কমপক্ষে তিনটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশের বিধান কার্যকর করতে হবে।

১৬. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১৭. সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনে গণভোটের প্রবর্তন করতে হবে

৫.৫ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১৯. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

২০. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২১. যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলেও তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ (প্রথম-সপ্তম অধিবেশন)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।